ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১৪/১১/২০১৭ ।।

রাজ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ১,৪৭৯৯ জন

আগরতলা, ১৪ নভেম্বর ।। রাজ্যে গত তিনটি অর্থ বছরে ৯,৪৬৮ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থী দক্ষতা বিকশিত হয়ে, প্রত্যয়িত (সার্টিফাইড) হয়েছে । এই সময়ে ১,৪৭৯৯ জন প্রার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন । আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক রতন লাল নাথের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী এই তথ্য জানান । বছর ভিত্তিক পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ২৪৯৮ জন । এর মধ্যে ১,৩৪৩ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থী প্রত্যয়িত (সার্টিফায়েড) হয়েছে । ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৩,৬৮০ জন। এর মধ্যে ৩,৪৭০ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থী প্রত্যয়িত (সার্টিফায়েড) হয়েছে । ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৮,২৬১ জন এবং এর মধ্যে প্রত্যয়িত (সার্টিফায়েড) হয়েছে ৪৬৫৫ জন ।

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী আরও জানান, উল্লিখিত তিনটি অর্থ বছরে ৬৯৯৭ জন প্রত্যয়িত (সার্টিফাইড) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থী কর্মসংস্থানের সুবিধা পেয়েছেন ।

আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ ঃ বিধানসভায় তথ্য

আগরতলা, ১৪ নভেম্বর ।। আখাউড়া-আগরতলা রেলপথের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ এবং জমি হস্তান্তরের কাজ প্রায় শেষের পথে । চলতি নভেম্বর মাস থেকে মাটি কাটার কাজ শুরু হয়েছে । আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক রতন লাল নাথের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে এই তথ্য জানান । তিনি আরও জানান, রেল মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে যে, আগরতলা-আখাউড়া রেললাইন প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ ৫৮০ কোটি টাকা । উক্ত প্রকল্পটির কাজ শেষ করতে আগামী ২ বছর ৬ মাস লাগবে বলে আশা করা যায়

জিরানীয়ায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচি

জিরানীয়া, ১৪ নভেম্বর ।। জিরানীয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ১৬-২০ নভেম্বর ১৮টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচি অনুযায়ী ১৬ নভেম্বর শিবির হবে বড়জলা বীণাপানির বিশুচন্দ্র পাড়া, মাধববাড়ীর উত্তর কলোনী, মোহনপুর কালীবাড়ী, পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ের লালটিলা, পশ্চিম রাধামোহনপুরের বাঁশিকোবরা, পশ্চিম বিশ্রামবাড়ী এবং পশ্চিম বড়জলার আইস্যাবাড়ী লাল টিলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ১৭ নভেম্বর হবে জয়নগর, পশ্চিম রাধামোহনপুরের কুঞ্জবিহারী পাড়া এবং কৈয়াচাঁদবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ১৮ নভেম্বর হবে দক্ষিণ কৈয়াচাঁদবাড়ী, মাধববাড়ীর ধুন্দ্রাই কোবরা পাড়া, উত্তর মোহনপুর, পশ্চিম মোহনপুর, পশ্চিম রাধামোহনপুরের রামবাবু পাড়া, রাধামোহনপুরের কিতিং কোবরা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ১৯ নভেম্বর হবে জয়নগর কলা বাগান অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ২০ নভেম্বর শিবির হবে পূর্ব কৈয়াচাঁদবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

খোয়াইয়ে মধুমেহ দিবস উদ্‌যাপিত

খোয়াই, ১৪ নভেম্বর ।। খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যালয়ের উদ্যোগে খোয়াই বালক সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বি আর সি হলে আজ বিশ্ব মধুমেহ দিবস উপলক্ষ্যে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: পি কে মজুমদার, জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: তমাল সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রমেশ সেন সহ অন্যান্যরা। আয়োজিত সেমিনারে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: পি কে মজুমদার আলোচনা করতে গিয়ে মধুমেহ রোগের কারণ, উপসর্গ ও তার প্রতিরোধ সহ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, স্বাস্থ্য কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও আশা কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মধুমেহ দিবস উপলক্ষ্যে আশা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী এলাকা পরিক্রমা করে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীনেশ দেববর্মা।

খোয়াই মহকুমা আন্ত: বিদ্যালয় নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

খোয়াই, ১৪ নভেম্বর ।। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ স্থানীয় টাউন হলে খোয়াই মহকুমা ভিত্তিক আন্ত:বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাগত ভাষণ রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রিপন চাকমা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনমোহন ঘোষ সহ বিশিষ্ট জনেরা। নাট্য প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৫টি নাট্যদল অংশ নেয়। সভাপতিত্ব করেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লা সেনগুপ্ত।

ধলাই জেলার ৪৬৯৯ জন কৃষককে শীতকালীন সব্জী বীজ দেওয়ার উদ্যোগ

আমবাসা, ১৪ নভেম্বর ।। ধলাই জেলায় সাম্প্রতিক বন্যায় ৪৬৯৯ জন কৃষকের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উদ্যোগে হর্টি মিশন স্কীমে সালেমা, দুর্গাচৌমুহনী, আমবাসা, মনু, ছামনু, ডম্বুরনগর ও রইস্যাবাড়ী ব্লক এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মরিচ, বেগুণ, টমেটো বাঁধাকপির উচ্চফলনশীল শীতকালীন সব্জী বীজ দেওয়া হবে । এতে ব্যয় হবে ২৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা । ধলাই জেলার উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের আধিকারিক এ তথ্য জানিয়েছে ।

বিধানসভায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের প্রয়াণে স্মৃতিচারণ

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।। আজ বিধানসভায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের প্রয়াণে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয় । তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা হয়েছে । প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের প্রয়াণে স্মৃতিচারণ করে বিধানসভার অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ বলেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত সাংসদ সন্তোষ মোহন দেব দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ২রা আগষ্ট ২০১৭ইং শিলচরের একটি নার্সিং হোমে সকাল ৬.০০টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর । বিগত কিছুদিন যাবত তাঁর নিউমোনিয়ার চিকিৎসা চলছিল । তিনি কিডনির সমস্যাতেও ভুগছিলেন । মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী সহ চার কন্যা রেখে গেছেন ।

অধ্যক্ষ বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব ১৯৩৪ সালের ১লা এপ্রিল শিলচরে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি শিলচরে জি সি কলেজে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনা করেন এবং আমেরিকার ওয়েলস কলেজ থেকে এম বি এ পাশ করেন । তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৮০ সালে প্রথমবার তিনি লোকসভা নির্বাচনে আসামের শিলচর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হন এবং পুনরায় ১৯৮৪ সালে শিলচর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন । ১৯৮৯ এবং ১৯৯১ সালে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি জয়ী হন । তারপর ১৯৯৬, ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালে আসামের শিলচর কেন্দ্র থেকে পুনরায় নির্বাচিত হন। প্রয়াত দেব ১৯৮৬-৮৮ সালে কেন্দ্রীয় পর্যটন ও যোগাযোগ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন । ১৯৮৮ সালে এক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং ১৯৯১ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের আমলে ইস্পাতমন্ত্রী ছিলেন । তিনি ড. মনমোহন সিংয়ের ইউ পি এ-১ সরকারের সময় ভারী শিল্প দপ্তরের দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছেন ।

বিধানসভায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ- শিক্ষাবিদ অমরেন্দ্র শর্মার প্রয়াণে স্মৃতিচারণ

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমরেন্দ্র শর্মার প্রয়াণে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজ বিধানসভায় গভীর শোক ব্যক্ত করে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয় । তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতিও সমবেদনা জ্ঞাপন করে প্রাক্তন অধ্যক্ষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়েছে ।

ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ অমরেন্দ্র শর্মার প্রয়াণে স্মৃতিচারণ করে বিধানসভার অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ বলেন, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রবীণ শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব অমরেন্দ্র শর্মা গত ২৯ জুলাই, ২০১৭ইং বিকেল সোয়া তিনটা নাগাদ ধর্মনগর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর । বেশ কিছুদিন যাবত তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন । মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

তিনি বলেন, প্রয়াত অমরেন্দ্র শর্মার জন্ম ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার কাঁঠালতলি গ্রামে । ভারত ভাগ হলে তিনি আসামের করিমগঞ্জে চলে আসেন এবং করিমগঞ্জ পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন । কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৬ সালে ধর্মনগরের ডি এন বিদ্যামন্দিরে যোগ দেন । ১৯৬৪ সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বি টি এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন । ১৯৭০ সালে ডি এন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেন । প্রধান শিক্ষক থাকার সময় বেসরকারি শিক্ষক সমিতির আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি সি পি আই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন । জরুরি অবস্থার সময় মিসায় গ্রেপ্তার হয়ে ভেলোর জেলে বন্দি ছিলেন । ১৯৭২ সালে সি পি আই(এম) সমর্থিত নির্দল হিসাবে ত্রিপুরা বিধানসভায় নির্বাচিত হন । তারপর ১৯৭৮ এবং ১৯৮৩ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে বিধায়ক নির্বাচিত হন । ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত প্রয়াত অমরেন্দ্র শর্মা ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন । প্রয়াত অমরেন্দ্র শর্মা ছিলেন একজন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য - সংস্কৃতি আন্দোলনের পুরোধা নেতৃত্বদের একজন । শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃজনশীল কাজের জন্য ২০০৬ সালে তিনি বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত হন । প্রয়াত অমরেন্দ্র শর্মা আ-জীবন শিক্ষাদান এবং লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাবনা, জাগ্রত জীবনের জন্য, ভারতের বর্ণ ব্যবস্থা, ছড়া সংকলন, বাংলা ব্যাকরণ, ভারতীয় নারী, বর্ণভেদ ও স্বামী বিবেকানন্দ উল্লেখযোগ্য ।

সাংবাদিক শান্তনু হত্যা পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী টিমের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ভাবেই তদন্ত হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।। সাংবাদিক শান্তনু হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । পুলিশের একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট এর মাধ্যমে এই ঘটনার তদন্ত করানো হচ্ছে । এই মামলার তদন্তভার সি বি আইকে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই । আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক রতন লাল নাথ-এর লিখিত প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন । বিধায়ক রতন লাল নাথ এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, এই ঘটনার তদন্তের জন্য সিট-এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । তারা নিরপেক্ষ তদন্ত করবেন না এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয় । দায়িত্বশীল অফিসারদের উপর তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । তদন্ত চলছে ।

১৩-১৪ নভেম্বর সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য উৎসব

সোনামুড়া, ১১ নভেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও মেলাঘর পুর পরিষদের সহযোগিতায় সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য উৎসব-২০১৭ আগামী ১৩ এবং ১৪ নভেম্বর মেলাঘর টাউনহলে অনুষ্ঠিত হবে । ১৩ নভেম্বর দুপুর ১২ টায় দুই দিন ব্যাপী এই নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করবেন সিপাহীজলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মেলাঘর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাকির হোসেন, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সোনামুড়ার বিদ্যালয় পরিদর্শক শিবশংকর সেনগুপ্ত, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মেলাঘর পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অভিরাম দত্ত । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মেলাঘর পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সভানেত্রী চন্দ্রা পোদ্দার । দুই দিন ব্যাপী এই নাট্য উৎসবে মহকুমার ১০টি বিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করবে । এই নাট্য উৎসব থেকে বিজয়ী দুটি দল জেলা ভিত্তিক নাট্য উৎসবে অংশ গ্রহণ করবে ।

খোয়াইয়ে ভি ভি প্যাটের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

খোয়াই, ১০ নভেম্বর ।। খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি হলে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, খোয়াই, পদ্মবিল, তুলাশিখর ব্লকের আধিকারিক ও মহকুমা প্রশাসনের কর্মীদের নিয়ে ভি ভি প্যাট বিষয়ে এক সচেতনতা তথা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় । খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক হীরেন্দ্র দেববর্মা ও খোয়াই মহকুমা শাসক প্রসূন দে ভি ভি প্যাট বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং হাতে কলমে ভি ভি প্যাট কিভাবে কাজ করবে সেই বিষয়গুলি তুলে ধরেন । শিবিরে অতিরিক্ত জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক জানান, কোন ভোটার ভোট দেওয়ার সাথে সাথে ভি ভি প্যাটে ৭ সেকেন্ডের জন্য দেখতে পাবেন। তিনি কাকে ভোট দিয়েছেন অর্থাৎ ভোটার কাকে বোতাম টিপে ভোট দিয়েছেন তা ভি ভি প্যাটে সাথে সাথে ডিসপ্লে হবে এবং স্লিপটি ভি ভি প্যাট বাক্সে জমা হয়ে যাবে । কোন ভোটার সেই স্লিপটি নিতে পারবেন না কারণ ভি ভি প্যাট দুদিকে সিল করা থাকবে । ভোটার ছাড়া আর কেউ ভি ভি প্যাট-এর ডিসপ্লে দেখতে পাবেন না । শিবিরে ভি ডি ও প্রোজেক্টারের মাধ্যমেও ভি ভি প্যাট কিভাবে কাজ করবে তা প্রদর্শন করা হয় । উল্লেখ্য, খোয়াই জেলায় ৪টি তেলিয়ামুড়া মহকুমা ও ৪টি খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ভি ডি প্যাট প্রদর্শন করা হবে।

পানিসাগরে যুব উৎসব ও গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি

পানিসাগর,১০ নভেম্বর ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে পানিসাগর ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব এবং গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৭ সংঘঠিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অরুন্ধুতি দাস ও ভাইস চেয়ারপার্সন নীহার কান্তি দাস, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান আশুতোষ শর্মা, ব্লকের বি ডি ও অনুপম চক্রবর্তী, ক্রীড়া আধিকারিক বিভাবসু গোস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ক্রীড়া আধিকারিক যুব উৎসব ও গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কর্মসূচির বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, আসন্ন ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসবে ব্লকের অন্তর্গত ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের যুবক-যুবতীরা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সভার সিদ্ধান্তঅনুযায়ী, আগামী ১৮ ডিসেম্বর পানিসাগর ব্লক ভিত্তিক ও নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক যুব উৎসব পানিসাগর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত ভিত্তিক এবং পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডে আগামী ১-২০ ডিসেম্বর এর মধ্যে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হবে। এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সভা থেকে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কৈলাসহরে শচীন দেববর্মণের স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কৈলাসহর,১০ নভেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল উনকোটি কলাক্ষেত্রের ২নং হলে শচীন দেববর্মণের স্মরণে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শচীন দেববর্মণের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, আলোচনায় অংশ নেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কিশোর ঘোষ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসবে নাম নথিভুক্ত করণের সময়সীমা ১৩ নভেম্বর

আগরতলা, ১০ নভেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসব আগামী ২৮-৩০ নভেম্বর নলছড়স্থিত সমর সদনে অনুষ্ঠিত হবে । যাত্রাপালার উপস্থাপনার বিষয় হচ্ছে- ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক । উপস্থাপনার সময় সর্বোচ্চ ৩ ঘন্টা । এই যাত্রা উৎসবে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক দলগুলিকে আগামী ১৩ নভেম্বর বিকাল ৫ টার মধ্যে বিশ্রামগঞ্জস্থিত সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে যাত্রাদলের নাম, দলপতির নাম, যাত্রাপালা উপস্থাপনার বিষয় নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

ভাংমুনে শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

কাঞ্চনপুর, ১০ নভেম্বর ।। এ ডি সির বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি ভাংমুন ব্লকের ওয়াই এম এ কমিউনিটি হলে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । কর্মশালায় ব্লক এলাকার ২৪টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অংশ গ্রহণ করেন । আয়োজিত এই কর্মশালায় এ ডি সির শিক্ষা বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং, শিক্ষা বিভাগের প্রধান আধিকারিক অমরজিৎ দেববর্মা, বিদ্যালয় পরিদর্শক আর ডার্লং সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন । সভাপতিত্ব করেন ভাংমুন ভিলেজের চেয়ারম্যান । সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শক এতথ্য জানিয়েছেন।

এদিকে, অনুরূপ কর্মশালা আনন্দবাজার কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় । কর্মশালায় কাঞ্চনপুর ও দশদা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে ৪০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও বিভিন্ন ভিলেজের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন ।

সুদরাম পাড়া জেবি স্কুলের পাকাবাড়ী নির্মাণের শিলান্যাস

কাঞ্চনপুর, ১০ নভেম্বর ।। শিক্ষার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে আনন্দসাগর এ ডি সি ভিলেজের দেওয়ানবাড়ী সুদরাম পাড়া জেবি স্কুলের পাকাবাড়ী নির্মাণের শিলান্যাস করা হয় । এ ডি সির শিক্ষা বিভাগের কার্যনিবাহী সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং এই বাড়ীর শিলান্যাস করে বলেন, রাজ্য সরকার ও এ ডি সি প্রশাসন যৌথভাবে দূরবর্তী এলাকায় শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে । যাতে করে এই সব এলাকার জনগণ আরও বেশী করে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন । অনুষ্ঠানে বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ ডি সি এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থার আরও উন্নতিকল্পে গুরুত্বারোপ করেন । এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে এম ডি সি ললিত দেবনাথ, আনন্দসাগর এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই বিদ্যালয়টি নির্মাণে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা । এতে ৬টি শ্রেণী কক্ষ সহ অন্যান্য কক্ষ থাকবে ।

মহারাণী জল উৎসবের উদ্বোধন

উদয়পুর, ১০নভেম্বর ।। উদয়পুরের মহারাণী ব্যারেজ সংলগ্ন গোমতী মুক্তমঞ্চে আজ ৩ দিনব্যাপী মহারাণী জল উৎসবের উদ্বোধন হয় । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, গোমতী জিলা পরিষদ এবং মাতাবাড়ী ব্লকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মাধব সাহা । তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, গোমতীকে কেন্দ্র করে এই জল উৎসবের আয়োজন । রাজ্য সরকার এই রাজ্যের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে । অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা বলেন, এই উৎসবের মধ্য দিয়ে এই এলাকার মানুষের শান্তি সম্প্রীতির মেলবন্ধনের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহঅধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস । সভাপতিত্ব করেন মাতাবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নূর হোসেন । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । তিনদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়াও রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ নেবেন ।

জিরানীয়ায় ১৭০ জন মাছ চাষীকে কনিজাল

জিরানীয়া, ১০ নভেম্বর ।। জিরানীয়ায় মৎস্য কার্যালয়ের উদ্যোগে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় জিরানীয়া ব্লকের ১৭০ জন দু:স্থ মৎস্যজীবীকে কনিজাল দেওয়া হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কনিজালগুলি মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাস মাছ চাষের মাধ্যমে আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার কথা তুলে ধরেন। তিনি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মাছ চাষ করে উৎপাদন বাড়াতে মৎস্য চাষীদের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া বি এ সিঞ্চর চেয়ারম্যান রঞ্জিৎ দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কালীপদ চক্রবর্তী, সমিতির সদস্য রঞ্জন দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য অনুকুল চন্দ্র দাস এবং বি ডি ও অরিন্দম দাস। স্বগত ভাষণ রাখেন জিরানীয়া মৎস্য আধিকারিক সুবীর দেববর্মা।

আমবাসা ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব ও গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি

আমবাসা, ১০ নভেম্বর ।। আগামী ১৮ ডিসেম্বর আমবাসা ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব উত্তর নালীছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। যুব উৎসবকে সার্বিক ভাবে সফল করে তোলার লক্ষ্যে গতকাল আমবাসা ব্লক কার্যালয়ের সভাগৃহে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপতী ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান ও ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানগণ, ব্লকের বি ডি ও চন্দ্রকৃষ্ণ মলসম, ধলাই জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের উপ-অধিকর্তা পাইমং মগ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসবকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সভা থেকে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে চেয়ারম্যান হয়েছেন বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা। ভাইস চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন যথাক্রমে আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপতী ভট্টাচার্য্য ও পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নিরঞ্জন পাল, মহকুমা শাসক জে ভি দোয়াতি ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রণব দেবনাথ। আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন যথাক্রমে ব্লকের বি ডি ও চন্দ্রকৃষ্ণ মলসম ও জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা পাইমং মগ। এদিনের সভায় আমবাসা ব্লক এলাকার ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৫টি এ ডি সি ভিলেজে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আলোচনা করা হয়।

জিরানীয়ায় কৃতী খেলোয়াড় ও ক্রিকেট ক্লাবগুলিকে পুরস্কার

জিরানীয়া, ১০ নভেম্বর ।। জিরানীয়া কলেজ চৌমুহনীস্থিত অগ্নিবীণা টাউন হলে গতকাল বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহায়তায় এবং জিরানীয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, খেলাধূলা একদিকে যেমন ছেলে-মেয়েদের শারীরিক গঠন মজবুত করতে সহায়তা করে তেমনি মেধার বিকাশেও সহায়ক ভূমিকা নেয়। খেলার মাঠ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টিতে সহায়তা করে। পড়াশোনার পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের খেলাধূলার বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি সুমন্ত চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ রাখেন জিরানীয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাস। উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রদীপ দেবনাথ ও ভাইস চেয়ারপার্সন অমিতা দত্ত, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দেবনাথ ও ভাইস চেয়ারম্যান কালীপদ চক্রবর্তী, জিরানীয়া মহকুমা শাসক বিম্বিসার ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা রাজ্য ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব তাপস দেব, জিরানীয়া ক্রীড়া আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে মহকুমার ১৭ জন কৃতী খেলোয়াড় এবং ১১টি ক্রিকেট ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হয়। উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর সহ অন্যান্য অতিথিগণ ক্রিকেট ক্লাব ও খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক স্কুল নাটক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ধর্মনগর, ১০ নভেম্বর ।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক স্কুল নাটক প্রতিযোগিতা গতকাল ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত জেলা ভিত্তিক ওই নাট্য প্রতিযোগিতায় ৫টি বিদ্যালয়ের নাট্যদল অংশ গ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস বলেন, নাটক আমাদের সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিফলন। সমাজ জীবনের এই প্রতিফলন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আরও বেশী করে প্রভাব ফেলবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক বরুণ দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি প্রমোদ মালাকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা টি.কে. চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি উমা মিত্র। জেলা ভিত্তিক স্কুল নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে ধর্মনগর মহকুমার চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, পানিসাগর মহকুমার দেওছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও ধর্মনগর মহকুমার তিলথৈ রূপাচরণ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নাট্যদল। উপস্থিত অতিথিগণ বিজয়ী নাট্যদলগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেন।